দৈনিক বাংলা

তারিখ ...২১।১২।৭৯... পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

১৪৫

২০

বিএ বিকম বিএসসি থাকবে না : নিরক্ষরতা মোচনে গণআন্দোলন

# জাতীয় পরীক্ষা বোর্ড গঠিত হচ্ছে

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

অচিরেই একটি সিলেবাসের অধীনে সারা দেশে একই দিনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পরীক্ষা বোর্ড গঠনের কথা বর্তমানে সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন।

মন্ত্রণালয়ের দফতরকে বিকেন্দ্রীকরণ করে জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক ও শিক্ষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি গঠনের কথাও চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। দেশের প্রতিটি মহকুমা পর্যায়ে এই কেন্দ্র শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে। খবর বিশ্বস্ত সূত্রের।

জানা গেছে, দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে একটি যুগোপযোগী, গণমুখী, বৃত্তিমূলক বা কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনই হচ্ছে সরকারের লক্ষ্য। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, পাঠক্রম বা কারিকুলামের পরিবর্তন এবং স্থানীয় সরকারগুলোর উপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া হবে।

এছাড়া দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র 'লিটারেসী ডাইরেক্টরেট' স্থাপন করা হচ্ছে। ১৯৮৫ সালের মধ্যে দেশে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুর কাজও বর্তমানে এগিয়ে চলছে। সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুর পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দেশের প্রচলিত, ঔপনিবেশিক, অনুৎপাদক শিক্ষা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সরকার মাস খানেকের মধ্যেই একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা নীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। সরকার এখন তার খুঁটিনাটি দিকগুলো পরীক্ষা করে দেখছেন।

দেশ, মানব ও সমাজের উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকার একটি গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে

(৭-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...২১।১২।৭৯... পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

## জাতীয় পরীক্ষা বোর্ড

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সাথে নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচীই হচ্ছে এই আন্দোলন।

**যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনই লক্ষ্য : শাহ আজিজ**

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এ সম্পর্কে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন : দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় শীগগীরই শুরু হতে যাচ্ছে। প্রাইমারী থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ও অর্থবহ সংস্কার সাধন করা হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান বিজ্ঞান ও কারিগরি যুগের চাহিদার উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হচ্ছে সরকারের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী ও কারিগরি ভিত্তিক করে তোলা সরকারের উদ্দেশ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনের উপরই সরকার অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে এই সময়ে বিপুল আগ্রহ ও জাগরণ সৃষ্টি করা হবে।

শাহ আজিজ বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ, প্রাইমারী স্কুল, মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার ও মাদ্রাসা নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সচেতন নাগরিক, শিক্ষক, ছাত্র, ইমাম, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, যুব শ্রেণী, সমাজকর্মী, রোটারী ক্লাব, লায়ন্স ক্লাবসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে এই মহাকর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রাপ্ত সাহায্য সম্পদ ও উপকরণও এই খাতে নিয়োজিত করা হবে।

তিনি বলেন, অতীতের মতো এই আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ও অসমন্বিত হবে না। বিগত দিনগুলোর ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার আলোকে এবারের কর্মসূচী প্রণীত হচ্ছে। লিটারেসী ডাইরেক্টরেট এই আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন এবং নিয়ত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

**প্রাইমারী স্কুল পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ**

সংশ্লিষ্ট মহলের খবর : দেশের ৩৭ হাজার সরকারী প্রাইমারী স্কুলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার বা ইউনিয়ন পরিষদ অথবা ভিলেজ কাউন্সিলের উপর অর্পণের কথা চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। সরকার এসব স্কুলের উন্নয়ন, আর্থিক সাহায্য, শিক্ষকদের বেতন, শিক্ষা উপকরণ, পরামর্শ, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করবেন। কেবল মাত্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বই থাকবে ইউনিয়ন পরিষদের উপর। প্রয়োজন বোধে এই উদ্দেশ্যে ভিলেজ কাউন্সিলও গঠন করা হবে।

এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ, স্কুলগুলোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশ ও শিক্ষার উন্নয়ন, এবং ছাত্র-শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

**প্রতি ২০টি স্কুলের জন্যে একজন সুপার**

জানা গেছে, প্রতি বিশটি প্রাইমারী স্কুলের জন্য একজন করে সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করা হবে। তাঁরা স্কুলের শিক্ষার মান, ছাত্র-শিক্ষকের হাজিরা পর্যবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় ঐতিহ্য, লোককথা ও কাহিনী ভিত্তিক অনুষ্ঠান এবং শিক্ষা সফরের আয়োজন করবেন। স্কুল পরিদর্শন করবেন।

থানা পর্যায়ের একজন সিনিয়র স্তড মাস্টারকে এই পদে নিয়োগ করা হবে। বর্তমানে থানা শিক্ষা অফিসারকে প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজে বেশী সময় ব্যস্ত থাকতে হয় বলে প্রতি ২০টি স্কুলের জন্যে একজন করে সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগের কথা ভাবা হচ্ছে।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিএ, বিকম এবং বিএসসি ডিগ্রী বর্তমান যুগের চাহিদার মুখে প্রায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তাই সরকার উচ্চ শিক্ষাকে সিলেকটিভ করার কথা চিন্তা ভাবনা করছেন। এছাড়া ছাত্রদের এপটিচুড বা মানসিক প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা প্রদান করা হবে। মেধা, ঝোঁক ও আগ্রহ পর্যবেক্ষণের পর ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করা হবে। এতে দেশের প্রতিটি ব্যক্তির মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে। স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একজন পর্যবেক্ষক বা মনোবিজ্ঞানী ছাত্রদের বিশেষ বিষয়ে ঝোঁক পর্যবেক্ষণ করবেন।

প্রাইমারী শিক্ষার পরই ছাত্রছাত্রীদের এপটিচুড ভিত্তিক শিক্ষাদানের কাজ শুরু হবে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষে শিক্ষাকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা হবে। এর একটি হচ্ছে বৃত্তিমূলক বা কারিগরি। অপরটি হচ্ছে পেশামূলক—কৃষি, চিকিৎসা, পশুপালন, মৎস্য চাষ, প্রকৌশল ইত্যাদি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষাও অব্যাহত থাকবে।

**পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা**

জানা গেছে, ছাত্রছাত্রীদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ও সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখন থেকে কেরানী সৃষ্টির শিক্ষা পদ্ধতি বিশেষ করে প্রচলিত ডিগ্রী কোর্সকে নিরুৎসাহিত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাকেও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক করার ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

যে শিক্ষা দেশের প্রতিটি মানুষকে কর্মমুখী, স্বনির্ভর ও উপার্জনমুখী এবং সর্বোপরি দেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবে বর্তমানে তার প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতি চলছে। বিজ্ঞান, কারিগরি, পলিটেকনিক, প্রকৌশল এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষার উপরই সরকার সবচাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।